মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ১৯

পর্ব-১: ঈমান (বিশ্বাস) (كتاب الإيمان)

পরিচ্ছেদঃ প্রথম অনুচ্ছেদ

الفصل الاول

আরবী

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرجل الحازم من إحداكن قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَان عقلهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا

বাংলা

১৯-[১৮] আবূ সা’ঈদ আল্ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈদুল ফিতর কিংবা কুরবানীর ঈদের দিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদগাহে গেলেন এবং নারীদের নিকট পৌঁছলেন। অতঃপর তাদের উদ্দেশে বললেন, ’’হে নারী সমাজ! তোমরা দান-সদাক্বাহ্ (সাদাকা) কর। কেননা আমাকে অবগত করানো হয়েছে যে, জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী নারী সমাজেরই হবে।’’ (এ কথা শুনে) তারা বলল, হে আল্লাহর রসূল! এর কারণ কি? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ’’তোমরা অধিক মাত্রায় অভিসম্পাত করে থাক এবং নিজ স্বামীদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে থাক। বুদ্ধি ও দীনদারীতে দুর্বল হবার পরও বিচক্ষণ ও সচেতন পুরুষদের বেওকুফ বানিয়ে দেবার জন্য তোমাদের চেয়ে অধিক পারঙ্গম আমি আর কাউকে দেখিনি।’’

(এ কথা শুনে) নারীরা আরয করলো, হে আল্লাহর রসূল! বুদ্ধি ও দীনের ব্যাপারে আমাদের কী দুর্বলতা রয়েছে? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ’’একজন নারীর সাক্ষ্য কি একজন পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়?’’ তারা বলল, জি হাঁ! তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ’’এটাই হলো নারীদের বুদ্ধিমত্তার দুর্বলতা। আর নারীরা মাসিক ঋতু অবস্থায় সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায় করতে ও সিয়াম পালন করতে পারে না। এটা কি সত্য নয়?’’ তারা উত্তরে বলেন, হাঁ তা-ই। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ

’’এটাই হলো তাদের দীনের দুর্বলতা।’’ (বুখারী, মুসলিম)[1]

English

Chapter - Section 1

Abu Sa'id al-Khudri said that when God’s messenger went out to the place of prayer on the day of sacrifice, or on the day when the fast was broken, he came upon some women and said, "Give alms, you women folk, for I have been shown that you will be the majority of the inhabitants of hell.” They asked, “For what reason, messenger of God?” He replied, “You are greatly given to abuse, and you are ungrateful to your husbands. Among women who are deficient in intelligence and religion I have not seen anyone more able to remove the understanding of a prudent man than one of you.” They asked, “What is the deficiency of our religion and our intelligence, messenger of God?” He replied, “Is not the testimony of a woman equivalent to half the testimony of a man?” They said, “Yes.” Remarking that that pertained to the deficiency of her intelligence, he asked, “Is it not the case that when she menstruates she neither prays nor fasts?” When they replied, “Yes,” he said, “That pertains to the deficiency of her religion.”

(Bukhari and Muslim.)

ফুটনোট

[1] সহীহ : বুখারী ৩০৪, মুসলিম ৮০, সহীহাহ্ ১৯০, সহীহ আল জামি‘ ৭৯৮০, ইরওয়া ৯২৪।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: আল্লাহর রসূলের বাণী, ‘‘আমাকে জাহান্নামের অধিবাসী অধিকাংশ মহিলাকে দেখানো হয়েছে’’। এই দেখার ঘটনা হয়ত মি‘রাজ রজনীতে অথবা সূর্যগ্রহনের সালাতে সংঘটিত হয়েছে, যেমনটি ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস হতে জানা যায়।

এ হাদীসটি ঐ সমস্ত হাদীসের বিরোধী নয় যাতে বলা হয়েছে, ‘‘জান্নাতে প্রত্যেক পুরুষকে দুনিয়ার মধ্যকার দুজন নারীকে তার স্ত্রী হিসেবে দেয়া হবে।’’ যাতে প্রমাণিত হয় জান্নাতেই নারীদের সংখ্যা বেশী জাহান্নামে নয়। কেননা হতে পারে যে, এই আধিক্য জাহান্নাম হতে গুণাহগারদের বের করার পূর্বে তাতে নারীদের সংখ্যাই বেশী থাকবে। অথবা এমন হতে পারে যে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে যখন জাহান্নাম দেখানো হয় তখন তাতে নারীদের সংখ্যাই ছিল বেশী।

হাদীসে বর্ণিত اَلْعَشِيْرَ অর্থ স্বামী। তারা তাদের স্বামীদের সাথে কুফরী করে। তাদের স্বামীর অনুগ্রহ ও সদাচরণকে তারা অস্বীকার করে এবং তাদের জন্য যা করে তা খাটো করে দেখে।

হাদীসে বর্ণিত ‘‘মহিলাদের হায়য চলাকালীন সময়ে সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) ও রোযা ছেড়ে দেয়া তাদের ধর্মের মধ্যে ঘাটতি রয়েছে বলায় কেউ প্রশ্ন তুলতে পারে এটা ধর্মের ঘাটতি হলো কি করে? এর জবাবে বলা যেতে পারে যে, দীন, ঈমান ও ইসলাম একই বস্তু। কেননা আনুগত্যকে দীন ও ঈমান বলা হয়। এ থেকে সাব্যস্ত হয় যে, যার ‘ইবাদাত বেশী হয় তার দীন ও ঈমান বৃদ্ধি পায় বা পূর্ণ হয়। পক্ষান্তরে যার ‘ইবাদাত কম হয় তার দীন ও ঈমানে ঘাটতি হয়। হাদীসে তাদের এই ঘাটতিকে দোষের বলা হয়নি। বরং এর দ্বারা তাদের সতর্ক করা হয়েছে, তাদের শাস্তির কারণ বলা হয়েছে তা তাদের কুফরী করাকে তাদের এই ঘাটতিকে নয়।

হাদীসের শিক্ষাঃ

(১) অনুগ্রহ অস্বীকার করা হারাম।

(২) লা‘নাত দেয়া, গালি-গালাজ করা হারাম।

(৩) আল্লাহর সাথে কুফরী ছাড়াও অন্য কোন কাজকে কুফরী বলা বৈধ। তবে এ কুফরী আল্লাহর সাথে কুফরী করার সমতুল্য নয়।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি বর্ণনাকারীঃ আবূ সা’ঈদ খুদরী (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=54577

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন